গঠনতন্ত্র
২০তম বিসিএস ফোরাম

অনুচ্ছেদ ঃ-১

ক) নামকরণ "২০তম বিসিএস ফোরাম" নামে পরিচিত হবে।

খ) কার্যালয় ও পরিধি ঃ

২০তম বিসিএস ফোরামের সাধারণ পর্ষদ ও নির্বাহী পর্ষদের কার্যালয় হবে ঢাকায় এবং এর পরিধি দেশব্যাপী ও বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস অথবা সরকারী অন্য কোন সংস্থাসমূহে ব্যাপ্ত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ-২ সংজ্ঞা

ক) "ফোরাম" বলতে ২০তম বিসিএস ফোরাম বোঝাবে।

খ) "গঠনতন্ত্র" বলতে ২০তম বিসিএস ফোরামের গঠনতন্ত্র বোঝাবে।

গ) "কর্মকর্তা" বলতে ২০তম বিসিএস প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বোঝাবে।

ঘ) "ক্যাডার" বলতে পিএসসি'র মাধ্যমে ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ যে সকল ক্যাডারে যোগদান করেছেন সে সকল ক্যাডারকে বোঝাবে।

ঙ) "সদস্য" বলতে ক্যাডার বা পদমর্যাদা বা সময় নির্বিশেষে ২০তম বিসিএস ব্যাচের ক্যাডার সার্ভিসে চাকুরীরত বা অবসরপ্রাপ্ত বা পদত্যাগী কর্মকর্তাকে বোঝাবে।

চ) "নির্বাহী পর্ষদ" বলতে ২০তম বিসিএস ফোরামের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠিত পর্ষদ বোঝাবে।

ছ) "সাধারণ পর্ষদ" বলতে ২০তম বিসিএস ফোরামের সাধারণ পর্ষদ বোঝাবে।

জ) "সভাপতি" বলতে ২০তম বিসিএস ফোরামের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পর্ষদের সভাপতিকে বোঝাবে।

ঝ) "পরিবার" বলতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ২০তম বিসিএস ব্যাচের কর্মকর্তা, তাদের স্বামী/স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বোঝাবে।

ঞ) "মনোগ্রাম" ও "সীলমোহর" বলতে ফোরামের মনোগ্রাম ও সীলমোহর বোঝাবে।

ট) "অনুচ্ছেদ" বলতে ফোরামের গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ বোঝাবে।

ঠ) "রেজিস্ট্রার্ড সদস্য" বলতে নির্বাহী পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রযোজ্য শর্তাবলি মেনে নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক সদস্য হিসেবে যারা নাম অন্তর্ভূক্ত করবেন তাদেরকে বোঝাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ-৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

একটি অরাজনৈতিক ও কল্যাণমূখী সংগঠন হিসেবে এই ফোরামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্যাডার পদমর্যাদা নির্বিশেষে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা স্থাপন এবং পারস্পরিক নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করা।

খ) আন্তঃ ক্যাডার সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা ।

গ) সদস্যদের ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে বাস্তবমুখী কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা, বিপদ-আপদে, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে এবং মৃত্যুতে আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য সহযোগিতা করা এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।

ঘ) সদস্যদের সন্তানদের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান করা বা বিভিন্ন উপায়ে পুরস্কৃত করা।

ঙ) সদস্যদের ও পরিবারবর্গের বিনোদনের জন্য সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ক্ষেত্রে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

চ) ২০তম বিসিএস ব্যাচের প্রয়াত সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ এবং তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরকে সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

ছ) উপরিউক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়ক সকল সুচিন্তিত ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

অনুচ্ছেদ-৪ঃ বিধিবদ্ধ কর্মসূচী

সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনক্রমেই এ ফোরামের যাবতীয় কর্মসূচি, বিধিবদ্ধ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে। কোন সরকারী কর্মসূচি বা সরকার নির্ধারিত আচরণ বিধি বৈসাদৃশ্য বা মতপার্থক্য দেখা দিলে নির্বাহী পর্ষদ ও প্রয়োজনে সাধারণ পর্ষদ আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবে।

অনুচ্ছেদ-৫ঃ সাধারণ পর্ষদ

ক) সকল ক্যাডারের সদস্য সমন্বয়ে সাধারণ পর্ষদ গঠিত হবে।

খ) সাধারণ পর্ষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

গ) সাধারণ পর্ষদ গঠনতন্ত্র অনুমোদন, পরিবর্তন করতে পারবে এবং নির্বাহী পর্ষদ গঠন করবে।

ঘ) বছরে একবার সাধারণ পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে **২১** (একুশ) দিন পূর্বে লিখিত বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাবে।

ঙ) সাধারণ পর্ষদ নির্বাহী পর্ষদ গঠন করবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যরা নির্বাচন বা মতৈক্যের ভিত্তিতে নির্বাহী পর্ষদ গঠন করবে। তবে মতৈক্যকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

চ) সাধারণ পর্ষদের সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয় বরাদ্দ, বিবেচনা ও অনুমোদিত হবে এবং পর্ষদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ-৬ঃ নির্বাহী পর্ষদ

ক) নির্বাহী পর্ষদের গঠন নিম্নরূপ ঃ

সভাপতি	১ জন
সহ-সভাপতি	৭ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	৫ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	৭ জন
কোষাধ্যক্ষ	১ জন
দপ্তর সম্পাদক	১ জন
প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
প্রচার সম্পাদক	১ জন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	১ জন
নিরীক্ষা সম্পাদক	১ জন
আপ্যায়ন সম্পাদক	১ জন
আন্তঃ ক্যাডার সমন্বয় সম্পাদক	১ জন
ক্রীড়া সম্পাদক	১ জন
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	১ জন
আন্তর্জাতিক সম্পাদক	১ জন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
নির্বাহী সদস্য	৩৪ জন
	মোট ঃ ৭১ জন

খ) নির্বাহী পর্ষদে সকল ক্যাডারের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

গ) নির্বাহী পর্ষদের মেয়াদ ২ (দুই) অর্থ বছর । তবে ১ম গঠিত নির্বাহী পর্ষদ ২৯ মে ২০১৬ থেকে কার্যকর হবে এবং এর মেয়াদ হবে বর্তমান অর্থ বছর শেষ হওয়ার পরবর্তী দুই অর্থ বছর । তবে শর্ত থাকে যে, নতুন নির্বাহী পর্ষদ দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পূর্বের নির্বাহী পর্ষদ কার্যকর থাকবে ।

ঘ) পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে সহ-সভাপতি বা কোন সম্পাদকীয় পদ শূন্য হলে উক্ত শূন্য পদে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাহী সদস্য হতে নির্বাহী পর্ষদ দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে।

ঙ) প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলী পরিচালনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী পর্ষদ হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন। ফোরামের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও পরিচালনা, সংগঠনের জন্য যে কোন যোগাযোগ, কর্মচারী নিয়োগ এবং সংগঠনের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা নির্বাহী পর্ষদের দায়িত্বে থাকবে।

চ) গঠনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যার দরকার হলে নির্বাহী পর্ষদ তা ব্যাখ্যা করবে।

ছ) নির্বাহী পর্ষদ সার্বিকভাবে সাধারণ পর্ষদের নিকট দায়ী থাকবে।

জ) নির্বাহী পর্ষদের সকল কাজ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক হবে।

ঝ) নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক উপ কমিটি গঠন করতে পারবে।

ঞ) এক চতুর্থাংশের উপস্থিতিতে নির্বাহী পর্ষদের সভার কোরাম হবে। মুলতবি সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না। সাধারণ সংখ্যাধিক্যের মতামতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হবে।

ট) সাধারণভাবে নির্বাহী পর্ষদের সভা প্রতি তিন মাসে একবার এবং বছরে কমপক্ষে চারবার অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনবোধে নির্বাহী পর্ষদের বিশেষ সভাও ডাকা যাবে। সাধারণভাবে সভার জন্য ৩ (তিন) দিনের নোটিশ এবং বিশেষ সভার জন্য চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ দিতে হবে। নির্বাহী পর্ষদ প্রয়োজনবোধে বর্ধিত সভার আয়োজন করতে হবে।

ঠ) নির্বাহী পর্ষদ নির্বাচনের ১ (এক) মাস পূর্বে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করবে। তিনজন সদস্যের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নামে অভিহিত হবে।

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ দায়িত্বসমূহ

ক) সভাপতি ঃ তিনি ফোরামে সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন । কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতাবলে তিনি একটি কাস্টিং ভোট প্রদান করতে পারবেন । সকল পর্যায়ে সভাপতি ফোরামের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন অথবা অন্য কাউকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরণ করবেন । তিনি সকল খরচের ভাউচার চূড়ান্ত অনুমোদন করবেন । তিনি সকল ধরণের সভা আহবানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ করবেন, সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান না করলে তিনি নিজেই সভা আহবান করবেন । সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি (ক্রমানুসারে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ।

খ) সহ-সভাপতি ঃ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি (ক্রমানুসারে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন । সহ-সভাপতিগণ ফোরামের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক ঃ সংগঠনের সার্বিক কাজের তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে সভা আহ্বান করবেন ও সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করবেন। তিনি সাধারণ পর্ষদের সভায় ফোরামের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন। সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ এর সাথে সমন্বয় করে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন ।

ঘ) যুগ্ম সম্পাদক ঃ সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ সম্পাদক এর অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (গঠনতন্ত্রের ক্রমানুসারে) ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সংগঠনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবেন। ফোরামকে অধিকতর শক্তিশালী এবং গতিশীল করার জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এর সাথে একযোগে কাজ করবেন। ক্যাডার পর্যায়ে সাংগঠনিক সম্পাদক নিজ নিজ ক্যাডারের সার্বিক সমন্বয় সাধনপূর্বক নির্বাহী পর্ষদকে সহযোগিতা করবেন।

চ) কোষাধ্যক্ষ ঃ কোষাধ্যক্ষ ফোরামের আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করবেন ও পাশ বই লিপিবদ্ধ বা সংরক্ষণ করবেন। তিনি সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক এর সাথে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা করবেন। দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার জন্য তিনি অনধিক ৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা নগদ হাতে রাখতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় কোষাধ্যক্ষ ফোরামের বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করবেন ।

ছ) অন্যান্য সম্পাদক ঃ অন্যান্য সম্পাদকগণ নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব পালন করবেন ।

জ) নির্বাহী সদস্য ঃ সকল সভায় উপস্থিতি হওয়া, সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সংগঠনের কর্মসূচি প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদা-৮ঃ সভা অনুষ্ঠান

ক) সাধারণ পর্ষদের সভা "বার্ষিক সাধারণ সভা" নামে অবহিত হবে এবং সাধারণ সভায় সংগঠনের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

খ) স্বাভাবিক নিয়মে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হলে বা কোন প্রকার অনাস্থা প্রস্তাব বা গঠনতন্ত্র সংশোধন বা পরিবর্তণের প্রয়োজন দেখা দিলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিবেচনার্থে কমপক্ষে ৫টি পৃথক ক্যাডারে ১৫ (পনের) জন সদস্যের অনুরোধক্রমে সভাপতি বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে পারবেন।

গ) কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরাম যথেষ্ট বিবেচিত হবে। তবে নির্বাহী পর্য়দের বা সাধারণ পর্ষদের কোন সভা কোরামের অভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে পরবর্তী সভা কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তবে নোটিশের সময়সীমা অপরিবর্তিত থাকবে।

ঘ) বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তবে প্রয়োজনবোধে অন্য সময়ও নির্বাচন অনুষ্ঠন করা যাবে।

ঙ) নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ-৯ঃ তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা

ক) "বিসিএস২০ফোরাম" নামে নির্বাহী পর্ষদের মনোনীত যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত/তফশিলী ব্যাংকে একাউন্ট থাকতে হবে।

খ) ব্যাংক একাউন্ট থেকে সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদকের যেকোন একজন এবং কোষাধ্যক্ষ এর যৌথ স্বাক্ষরে টাকা উঠানো যাবে।

গ) সদস্যদের নিকট থেকে সংগৃহীত ফি বা চাঁদা স্মরণিকা বা সংকলনের জন্য বিজ্ঞাপন ছাড়াও নির্বাহী পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং সাধারণ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে নির্বাহী পর্ষদ বা পর্ষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন সদস্য অথবা ফোরাম তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সংস্থা/সংগঠনের কাছ থেকে বিজ্ঞাপন, অনুদান গ্রহন করতে পারবে বা তহবিল গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারবে, তবে সরকার প্রদত্ত কোন অনুদানের জন্য এরূপ কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

ঘ) ফোরামের যে কোন ব্যয়ের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই পর্ষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উক্ত সভায় নিরীক্ষাকৃত প্রতিবেদনটি অনুমোদিত হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১০ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধনী

ক) এই গঠনতন্ত্রের কোনরূপ সংশোধনের প্রয়োজন মনে করলে বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভার কমপক্ষে একমাস পূর্বে লিখিতভাবে নির্বাহী পর্ষদের নিকট কোন সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবাকারে পেশ করতে হবে।

খ) গঠনতন্ত্রের সংশোধন বা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয়োজনীয় মনে করলে তা কেবল সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হবে।

অনুচ্ছেদ-১১ঃ ফোরাম বিলুপ্তি

ক) কোন বিশেষ সময়ে বা পরিস্থিতিতে এই ফোরামের অবলুপ্তির প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি জারি সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশের সদস্যের সম্মতিক্রমে ফোরামের বিলুপ্তি ঘটানো যাবে।

খ) সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটলে সকল দায় পরিশোধের পর কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থাকলে তা সাধারণ সভা বা বিশেষ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে দান করা যাবে।